□

২৯.০ উদ্দেশ্য

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন

২৯.৩ রাজনীতিক উন্নয়ন আলোচনার পটভূমি

২৯.৪ রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

২৯.৫ রাজনীতিক উন্নয়নের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

২৯.৫.১ রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিকোণ

২৯.৫.২ রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে Lucian Pye.

২৯.৬ ভারতে রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

২৯.৭ উপসংহার

২৯.৮ অনুশীলনী

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- রাজনীতিক পরিবর্তনের সাথে রাজনীতিক উন্নয়নের পার্থক্য।
- আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া এবং রাজনীতিক উন্নয়নের সাথে এর সম্পর্ক।
- রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলি কী?
- ভারতে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারাটি কেমন?

সমাজতত্ত্ব চর্চার সমৃদ্ধি ও বিশেষীকরণের ফলে এর নানা শাখা গড়ে উঠেছে, যেমন অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি। এইসব নানা শাখার সমাজতত্ত্ব সমাজ জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকের গতিপ্রকৃতি, উন্নয়ন-পরিবর্তন বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। অর্থনীতিক সমাজতত্ত্ব, যেমন সমাজের আর্থিক উন্নয়ন-পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী তেমনি রাজনীতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন

প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম উপজীব্য। তবে মনে রাখা দরকার ‘পরিবর্তন’ ও ‘উন্নয়ন’ নামক ধারণা দু’টি সমার্থক তো নয়ই, বরং তা স্পষ্টতই পৃথক পৃথক অর্থের সূচক। তাই রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয় দু’টি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিকীকরণ (modernization) নামক ধারণাটিও বিশেষ উল্লেখ্য। আধুনিকীকরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন এক সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে—নগরায়ণ, শিল্পায়ন, গণসংযোগ ব্যবস্থার বিকাশ-বিস্তার ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে এবং একযোগে ঘটানো। ফলে সমাজের সাবেকি জীবনধারার বদলে এক প্রবল আত্মবিশ্বাসী ও গতিশীল জীবনধারার সূচনা করে।

রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাকে ঘিরে অবশ্য বিশ্লেষকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য যথেষ্ট। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার চারিত্রলক্ষণ নিয়ে তাই সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতানৈক্য বর্তমান। তবে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের বিষয়ে তাদের ঐকমত্যও লক্ষ্যণীয়। এইসব সাধারণ লক্ষণগুলির নিরিখেই ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে রাজনীতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গটি এখানে আলোচিত হল।

‘পরিবর্তন’ ও ‘উন্নয়ন’ শব্দ দু’টি আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও বিশদ বিশ্লেষণে ও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। পরিবর্তন মূলত একটি ঘটনা বা ক্রিয়া; যার ফলে সমাজে কোনও-না-কোনও রকমের রূপান্তর চোখে পড়ে। উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া, এক গতিশীল প্রক্রিয়া। উন্নয়নের অর্থ অবশ্যই এক ধরনের পরিবর্তন; কিন্তু তাই বলে যে-কোনো পরিবর্তনই ‘উন্নয়ন’ বলে বিবেচিত হয় না। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ইতিবাচক বিকাশ বা সমৃদ্ধিকেই কেবল রাজনীতিক উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতিক পরিবর্তন যতটা মূল্যমান-নিরপেক্ষ, রাজনীতিক উন্নয়ন কিন্তু তা নয়। উন্নয়নের মধ্যে অগ্রগতি বা প্রগতির ধারণা নিহিত। রাজনীতিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাসের পূর্বতন সরলমাত্রিক (linear) স্তর থেকে বিশেষীকৃত (diversified) সমৃদ্ধতর স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়াকেই রাজনীতিক উত্তরণ বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ যা ছিল তার চেয়ে কতটা ভালো হল, কী পরিমাণ অগ্রগতি হল সেটাই এখানে আসল বিবেচ্য। এর ফলে সমাজের সাবেকি গঠন ও জীবনধারা ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়।

উপরন্তু, রাজনীতিক পরিবর্তন যতখানি সহজে অনুধাবনযোগ্য ও স্বীকৃত, রাজনীতিক উন্নয়ন ততখানি সহজে অনুধাবনযোগ্য নয় এবং তাকে ঘিরে বিরোধ-বিতর্কও রীতিমতো প্রবল। কোনও এক ব্যাপক গণবিক্ষোভের মাধ্যমে অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি দেশের শাসক পরিবর্তন হলে তাকে রাজনীতিক পরিবর্তন বলে স্বীকার করতে কারুরই কোনও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু রাজনীতিক উন্নয়ন কথাটির মধ্যে মূল্যমানের প্রশ্ন জড়িত বলেই কোনও রাজনীতিক ব্যবস্থায় যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তা, উন্নয়ন বা অবনয়ন এ নিয়ে মতভেদ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

উন্নয়নের সাথে যেহেতু সমৃদ্ধি ও উত্তরণ ইত্যাদি মূল্যমানসূচক ধারণা সম্পৃক্ত তাই স্বভাবতই একে ঘিরে নানা দৃষ্টিভঙ্গীগত বিষমতা ও বিতর্ক বর্তমান। তাই ‘উন্নয়ন’ ধারণাটির কোনও সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভভব নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। উদারনীতিক গণতন্ত্রবাদী চিন্তাবিদ্ ও মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ্দের মধ্যে এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল

মতপার্থক্য বর্তমান। এমনকি উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদ্‌রাও ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ-প্রেক্ষিত থেকে উন্নয়নের প্রসঙ্গটিকে বিচার করেছেন। তবু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সমাজের সাবেকি জীবনধারা ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি যখন জটিলতর বিভাজন-বিন্যাস ক্রম-রূপান্তরিত হয় তার এই জটিলতাজাত সঙ্কট ও দাবীদাওয়া সমাধানে সক্ষম অধিক কার্যকর ও বিশেষীকৃত রাজনীতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার বিবর্তনকেই রাজনীতিক উন্নয়ন নামে অভিহিত করা যায়।

রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভব ও ঐ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে। সদ্যবিগত বিশ শতকের মধ্যভাগে যখন বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দ্রুত বিপর্যয়ে হীনবল হয়ে পড়ে এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের নানা দেশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সংহত অগ্রগতির প্রয়াস শুরু করে; সদ্য স্বাধীন এইসব দেশের কর্ণধার ও পরিকল্পনাবিদ্‌রা উন্নয়নের নানা প্রকল্প ও প্রতিরূপ পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। ফলত এই সময় উন্নয়ন বা বিকাশের ধারণাগত আলোচনা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, রাজনীতিক উন্নয়ন বা বিকাশের ধারণাটি প্রধানত এইসব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ ও জাতির পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিশ শতকের পাঁচের দশকে মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ঠান্ডাযুদ্ধের যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলি মুক্ত হতে পারে নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিরূপতা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহ সত্ত্বেও এই দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক বিচিত্র টানাপোড়েন অনিবার্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমী শিল্প-প্রযুক্তির ধাঁচে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদকে অগ্রাহ্য করা গেল না। আর এই ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন সমাজে বেশ কিছু মাত্রায় শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক রূপান্তর ঘটল। এইরকম আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে অনিবার্য হয়ে উঠলো রাজনীতিক রূপান্তর ও উন্নয়ন। তাই তৃতীয় বিশ্বের এইসব উন্নয়নেচ্ছু দেশগুলির উপর নানা সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার দায়ভার প্রথমদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা সমাজবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার উপরই বেশি বর্তেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মনোযোগের বিষয়টি হল এইসব উন্নয়নকামী দেশের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনধারার পাশাপাশি রাজনীতিক উন্নয়ন বা রূপান্তর কীভাবে, কতখানি এবং কোন্ পথে সাধিত হয়েছে? বলা বাহুল্য, উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নয়নশীলতার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে; তেমনি এদের উন্নয়নের ধারাও সমগোত্রীয় নয়। আবার সব দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর রাজনীতিক রূপান্তরের সাথে সাযুজ্য বজায় রাখেনি। আর এইসব কারণেই রাজনীতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিত থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নতুন এক আলোচনা শাখার উদ্ভব ঘটেছে যাকে 'তুলনামূলক রাজনীতি' নামে অভিহিত করা হয়।

আধুনিকীকরণ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এমন এক সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া যার ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ হল নগরায়ণ, শিল্পায়ন, যন্ত্রায়ন ইত্যাদি বাহ্য প্রক্রিয়া। এইসব বাহ্যিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে যুক্তিবাদী

ভাবধারা, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ইত্যাদি ভাবগত উপাদান যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় এক সার্বিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া যাকে কেউ কেউ ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতিরূপ বলে মনে করেন। আর রাজনীতিতে এই আধুনিকীকরণের প্রতিফলন ঘটে উদারনীতিবাদী ভাবধারা, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে।

ঔপনিবেশিক পর্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রয়োজনে এইসব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজ-অর্থনীতির স্তরে আধুনিকতার বাহ্য প্রক্রিয়াগুলির সূত্রপাত হয়েছিল, যদিও সেইসব প্রক্রিয়া ছিল খন্ডিত ও বিক্ষিপ্ত। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেতনায় মুখ্য প্রবণতাই ছিল এইসব শুরু হওয়া প্রক্রিয়ার প্রান্তিক কিছু পরিমার্জনাসহ সেগুলিকে সংহত ও ত্বরান্বিত করা। ঔপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠনে জীর্ণ সমাজ-অর্থনীতির পুনর্গঠন ও দ্রুত অগ্রগতি বা উন্নয়নের লক্ষ্যে সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পপ্রযুক্তি, নগরায়ণ ইত্যাদি আধুনিকীকরণের বাহ্য প্রক্রিয়াগুলিকে অনুসরণ করেছেন। সমাজ-অর্থনীতিতে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সামাজিক ও অর্থনীতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে। আর রাজনীতিক আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া প্রতিভাত হয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে, যেমন ঃ (ক) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবেকি গোষ্ঠী, জাতি, ধর্ম কিংবা পরিবারভিত্তিক শাসনের অবসান ঘটে। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক কর্তৃত্ব। (খ) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের ফলে দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়। (গ) আধুনিকীকরণের ফলে রাজনীতিক কাজকর্মে বিভক্তিকরণ (differentiation) ও বিশেষীকরণ (specialization) ঘটে। (ঘ) রাজনীতিক আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনীতিতে প্রতিনিধিমূলক ও দলভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠে এবং বৃদ্ধি পায় নানা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। (ঙ) আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা সংযোগ-মাধ্যমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখা দরকার যে, ইউরোপে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সংস্কার আন্দোলন, স্বৈরতন্ত্রবিরোধী গণবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি। সমাজের রাজনীতিক স্তরে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জন্ম দিয়েছিল গণতান্ত্রিক আদর্শ, শুরু করেছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহের। তাই ইউরোপীয় ধারার আধুনিকীকরণ সমাজ-অর্থনীতিতে যেমন নগরায়ণ, শিল্পায়ন বা যন্ত্রায়নের সূচনা করেছে তেমনি রাজনীতিতে গড়ে তুলেছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও রীতিনীতি, নৈর্ব্যক্তিক আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, কৌমকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার বদলে আধুনিক সিভিল সোসাইটির বিকাশ ইত্যাদি। তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশের সমাজ-অর্থনীতিতে যেমন নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তার ইত্যাদি বহির্লক্ষণ প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোথাও কোথাও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-পদ্ধতি ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু পশ্চিমী আধুনিকতার সাথে তৃতীয় বিশ্বের এই আধুনিকীকরণকে সমগোত্রীয় বা সমধর্মী মনে করা সমীচীন নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ইউরোপে মধ্যযুগীয় সাবেকি ঐতিহ্যের ক্রমিক অপসারণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক পূর্ণাঙ্গ আধুনিক সমাজ। সেখানে চিরাচরিত বিশ্বাসের স্থান নিয়েছে যুক্তি, কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দায়বদ্ধতা, উৎপাদনকে সচল করেছে উদ্ভাবনী ক্রিয়াকলাপ, গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র আনুগত্যের জায়গায় জেগেছে জাতীয় মর্যাদাবোধ আর ব্যক্তি-মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে সবকিছুর কেন্দ্রে।

অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আধুনিকতা সাবেকি সমাজের অন্তঃস্থল থেকে গড়ে না উঠে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তির দ্বারা উপর থেকে আরোপিত। তাই এখানে সাবেকি ঐতিহ্যের অবসানের বদলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক কৌতুকময় মিশ্রণ ঘটে যাকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ' (Modernization of tradition) বলে অভিহিত করেন। এখানে ব্যক্তি কদাচিৎ গোষ্ঠীর ওপরে স্থান করে নিতে পারে; যুক্তির আঘাতে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দুর্বল হতে সময় লাগে অনেক। পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো বেশ কঠিন কাজ। অনেকাংশে পশ্চিমের অনুকরণেই আধুনিকতা আসে।

ফলত পশ্চিমী আধুনিকতা যে ধরনের ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিমানস গঠনের সহায়ক, তৃতীয় বিশ্বের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ধারায় সমজাতীয় ব্যক্তিমানস সৃষ্টি হতে পারে না। Daniel Larner, David Maccleland, Everett Hagen, Alex Inkeles প্রমুখ লেখকরা আধুনিক মানুষের (Modern Man) যে চারিত্রলক্ষণের কথা বলেছেন তার হদিশ তৃতীয় বিশ্বের আধুনিক সমাজে তেমন সহজলভ্য নয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ক ধারণাগত ও তত্ত্বগত আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের অর্ধোন্নত বা উন্নয়নেচ্ছু দেশগুলির উন্নয়নমূলক প্রয়াসের প্রসঙ্গে। তবে, প্রধানত অগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতিক উন্নয়নের ধারণাগত প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। মুখ্যত, কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব বা ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত নানা বিশ্লেষণ ও একাধিক মডেল তুলে ধরেছেন Edward Shils, Lucian Pye, Samuel Huntington, Daniel Larner, David Apter, Almond ও Powell প্রমুখ বহু সমাজবিজ্ঞানী।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, রাজনীতিক জীবনধারা, কাঠামো-কার্যাবলী ও প্রক্রিয়ার সাবেকি সরল পর্যায় থেকে জটিলতর, বিশেষীকৃত আধুনিক পর্যায়ে উত্তরণকেই রাজনীতিক উন্নয়ন নামে অভিহিত করা যায়। একথাও মনে রাখা দরকার যে রাজনীতিক উন্নয়ন হল সরকার প্রভাবিত ও পরিকল্পিত সুচিন্তিত পরিবর্তনের কার্যক্রম ও তার আনুষঙ্গিক ধারা।

রাজনীতিক উন্নয়নের পশ্চিমী আলোচকরা মূলত এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে, পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলিই বিশ্বের অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে রাজনীতিক উন্নয়নের মানদণ্ড স্থাপন করেছে যা তারা সচেতন বা অসচেতনভাবে অনুসরণ করে চলে। এই প্রত্যয়ে স্থিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে Karl Deutsch, Daniel Larner, Edward Shils এবং Rostow ও Pye-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিন্তাবিদ্‌রা প্রায় সকলেই রাজনীতিক উন্নয়নশীলতার অন্যতম প্রধান চারিত্রলক্ষণ হিসেবে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করেছেন। Rostow ও Pye-এর মতে, রাজনীতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হল জাতীয় ঐক্য ও রাজনীতিক অংশগ্রহণের পরিসরের বিস্তৃতিসাধন। Edward Shil-ও রাজনীতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের বিষয়টিকে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে Everett Hagen, Eisenstadt, G.A. Almond প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিক উন্নয়নের বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হল, বিকাশমান দেশের আর্থ-সমাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফলে সমকালীন সমাজজীবনে যে জটিলতা ও সমস্যাদির সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে রাজনীতিতে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়া পদ্ধতি গড়ে ওঠে তাকে রাজনীতিক উন্নয়ন বলে অভিহিত করা যায়। Hagen যেমন রাজনীতিক উন্নয়ন বলতে বুঝিয়েছেন "growth of institutions & practices that allow a political system to deal with its own fundamental problems more effectively". তেমনই একই জাতীয় মন্তব্য করে Eisenstadt রাজনীতিক উন্নয়নকে বলেছেন "the ability of a political system to sustain continuously new types of political demands & organisations". রাজনীতিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রায় হুবহু একই সুরে কথা বলেছেন Alfred Diament.

তবে রাজনীতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরোক্ত আলোচনায় দেবার চেষ্টা করা হলেও দু'টি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিকোণকে আরও একটু বিশদভাবে দেখা যেতে পারে।

২৯.৫.১ রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিকোণ

Gabriel Almond বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহকে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক—প্রধানত এই দু'টি ভাগে ভাগ করলেও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়ের (Transitional) ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই বিভাজন প্রয়াস যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা হল, একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থা অপেক্ষা আধুনিক ব্যবস্থা অধিকতর 'দক্ষ'। রাজনীতিক ব্যবস্থায় দক্ষতা বা 'সামর্থ্য' বলতে বিদ্যমান পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। Almond-এর মতে, রাজনীতিক ব্যবস্থার এই দক্ষতা বা সামর্থ্য তিনটি পর্যায়ের কার্যাবলীর দ্বারা যাচাই হয়--(ক) রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কার্যাবলী, (খ) পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যাবলী ও (গ) অভিযোজনমূলক কার্যাবলী।

Almond ও Powell বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিক উন্নয়নধারাকে বিচার করতে গিয়ে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির উপর। এদের বিশ্লেষণে রাজনীতিক উন্নয়নের চারটি মূল সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে : (১) রাষ্ট্রিক গঠন (State building), (২) জাতিগঠন (Nation building), (৩) রাজনীতিক অংশগ্রহণ (Political Participation) এবং (৪) বণ্টন ও কল্যাণসাধন (Distritution & Welfare)।

রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নতুন নতুন কাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রচলিত কাঠামোগুলির মধ্যে বিভক্তিকরণ ও বিশেষীকরণের ব্যবস্থা করাই হল রাষ্ট্রগঠন। সাবেকি রাষ্ট্রব্যবস্থা সরলমাত্রিক সংগঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ঐসব দেশের আর্থসামাজিক পটভূমিতে ধীরে ধীরে যেসব রূপান্তরজাত জটিল সমস্যাদির সৃষ্টি হয় তার সমাধানের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় স্তরে

নানা বিশেষীকৃত সংগঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সাবেকি সমাজের ঐতিহ্যবাহী সংগঠনসমূহের কর্তৃত্বের প্রান্তসীমাতেও রাষ্ট্রীয় প্রাধিকার প্রসারিত হয় এইসব নবোদ্ভূত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই রাষ্ট্রগঠনের এই প্রক্রিয়াকে অনেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ (Institution Building) বলেও অভিহিত করেন।

রাজনীতিক উন্নয়নের আর এক পরিপূরক দিক হল জাতিগঠন। সাবেকি সমাজের জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত সংহতি দুর্বল ও শিথিল। ব্যক্তির জাতিগত আনুগত্য-চেতনার চেয়ে জ্ঞাতিগোষ্ঠীগত, কৌমগত বা সম্প্রদায়গত আনুগত্য চেতনা প্রবলতর হয়। লক্ষ্যণীয় হল, রাষ্ট্রগঠন ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক হলেও উভয়ের মধ্যে সমান সাযুজ্য বহু সময়েই রক্ষিত হয় না।

রাজনীতিক উন্নয়নের আর এক প্রায় অনিবার্য বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি। নানা রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণ তাদের রাজনীতিক অংশগ্রহণের দাবী জোরদার করে তোলে। এইসব দাবীদাওয়ার চাপে সরকারও বাধ্য হয় রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে ও তাকে সম্প্রসারিত করতে।

আর রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথেই আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক সুযোগসুবিধার অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টন ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র নানা কল্যাণধর্মী কর্মসূচী ও প্রকল্প গ্রহণে আগ্রহী হয়, অথবা বাধ্য হয়।

২৯.৫.২ রাজনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে Lucian Pye

রাজনীতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে Lucian Pye-এর ধারণা পরিচিতি লাভ করেছে উন্নয়নের লক্ষণগুচ্ছ (Development Syndrome) নামে। উন্নয়নের প্রধান লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি যে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হল সমতা (Equality), সামর্থ্য (Capacity) এবং বিভক্তিকরণ (Differentiation)।

রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ এবং রাজনীতিক কাজকর্মের সাথে সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টিকেই অধ্যাপক Pye সমতা বলে উল্লেখ করেছেন। একেই সক্রিয় নাগরিকতা (Active Citizenship) বলে অভিহিত করা হয়। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এমন এক রাজনীতিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে যেখানে সাবেকি সমাজের বিভেদ-বৈষম্যের বদলে আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় চারিত্রলক্ষণ হিসেবে যে সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে তার সহজ অর্থ হল পরিবর্তমান সমাজ-অর্থনীতিক বাস্তবতাকে মোকাবিলা করার, নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা। উন্নয়নশীল রাজনীতিক ব্যবস্থার এই সক্ষমতা সৃষ্টি হয় রাজনীতিক কাঠামোর নতুন নতুন বিভাজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ, কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সক্ষমতার বিচার করা যায়। তাই অধ্যাপক Pye-এর মতে, সরকারের কাঠামোসমূহের কার্য সম্পাদনের উপর রাজনীতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য নির্ভর করে।

রাজনীতিক উন্নয়নের তৃতীয় চারিত্রলক্ষণ হল বিভাজনকরণ বিশেষীকরণ। (Differentiation Specialization)। অনগ্রসর অর্থনীতি থেকে অগ্রসর শিল্পোন্নত অর্থনীতিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগের যে ভূমিকা উন্নয়নশীল রাজনীতিক ব্যবস্থায় কর্মগত বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণের ভূমিকাও সমতুল। একটি অনগ্রসর রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমিক অগ্রগতির পথে এগোতে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণের অনিবার্যতাকে এড়াতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করে অধ্যাপক Pye বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমতা, সামর্থ্য, ও বিভক্তিকরণের যে ত্রিমাত্রিক লক্ষণগুচ্ছ, তারা যে পরস্পরের সাথে নিশ্চিতভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ তা নয়; বরং ঐতিহাসিকভাবে এগুলির মধ্যে রীতিমতো টানাপোড়েন বর্তমান। ("In recognising these three dimensions of equality, capcity & differentiation as lying at the heart of the development process we do not mean to suggest that they necessarily fit easily together. On the contrary, historically the tendency has been that there are acute tensions between the demands for equality, the requirements for capacity & the process of great differentiation".)

অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মতো ভারতেও আধুনিকীকরণ ও রাজনীতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে আধুনিক নগর-জীবনের সূচনা হয়; সীমিত মাত্রায় হলেও সূত্রপাত হয় আধুনিক ধারার শিক্ষাসংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার, শুরু হয় প্রযুক্তি প্রয়োগের বিক্ষিপ্ত প্রসার। আধুনিক সড়ক পরিবহন, রেলপথের প্রচলন, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থার প্রসার, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে দেশী-বিদেশী ভাষার সংবাদপত্রের প্রকাশ ইত্যাদি আমাদের সাবেকি সমাজ, অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে নানা রূপান্তর সাধন করতে থাকে; জন্ম নেয় নতুন নতুন সামাজিক শক্তি; শুরু হয় সমাজ-রাজনীতিক চেতনায় নানা আন্দোলনের ধারা।

ঔপনিবেশিক পর্বের এইসব আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ও তার থেকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক রূপান্তর শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রসারিত ও বেগবান করেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, এই জাতীয়তাবদী চেতনা ইউরোপীয় ধারার আধুনিকতাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে শুধু অপারগই ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছুকও ছিল। সাবেকি ঐতিহ্যের ক্রমিক অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে আধুনিকতার বোধন ঘটেনি এখানে; বরং ঘটেছে সাবেকি ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ (modernization of tradition)—যার মধ্যে অনেক আপাত-অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা রীতিমতো প্রবল।

এরই পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বিচার করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী বিচার করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যেটুকু সীমিত রাজনীতিক অংশগ্রহণের সুযোগ ভারতীয়দের দিয়েছিল তা আধুনিক শাসনপ্রণালী ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দেশীয় উচ্চবর্গীয়দের কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ করে তুলেছিল।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে এই এলিট সম্প্রদায় রাজনীতিক উন্নয়নের ধারাকে প্রধানত উদারনীতিবাদী মতাদর্শের প্রেরণায় এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হয়। ভারতীয় সমাজে বাস্তবের উপযুক্ত অথচ আধুনিক জাতি গঠনের সহায়ক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্বেষণ এজন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। বিপুল বৈচিত্র্যে ভরা ভারতের সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনধারায় এক বহুত্ববাদী প্রতিনিধিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও বিধিব্যবস্থা ছিল প্রায় অপরিহার্য। Almond-কথিত রাষ্ট্রগঠনের ও জাতিগঠনের কথা মাথায় রেখেই ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯৪৯-এর শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রকল্পগুলির সন্নিবেশ ঘটান। এর ফলে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনীতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের ব্যাপকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বলা বাহুল্য ক্রমপরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন দাবীদাওয়া ও সঙ্কটগুলির মোকাবিলার ভারতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে তার সামর্থ্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। মনে করা হয়, এই সামর্থ্য বা দক্ষতা অর্জিত হয়েছে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমাগত বিভক্তিকরণ ও বিশেষীকরণের মাধ্যমে।

তুলনামূলক রাজনীতি চর্চায় এবং রাজনীতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনীতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি। আপাতভাবে সমার্থক মনে হলেও 'রাজনীতিক পরিবর্তন' ও 'রাজনীতিক উন্নয়ন' দু'টি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমস্ত রাজনীতিক পরিবর্তন রাজনীতিক উন্নয়ন বলে বিবেচিত হয় না।

রাজনীতির উন্নয়নের সাথে আধুনিকীকরণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত, ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের বহু অনগ্রসর রাষ্ট্র-রাজনীতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। রাজনীতিক উন্নয়নধারার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ এইসব দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

রাজনীতিক উন্নয়নকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিকরা আলোচনা করলেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই বলেছেন। রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে এবং বিশেষত সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গণ-অংশগ্রহণ, রাজনীতিক বিধিবিধানের সমতা, ক্রমপরিবর্তমান সমাজের নতুন নতুন দাবীদাওয়া, দ্বন্দ্বসংকট ইত্যাদি সমাধানে রাষ্ট্রব্যবস্থার দক্ষতা বা সামর্থ্য এবং রাজনীতিক কাঠামোর সাংগঠনিক বিভক্তিকরণ ও কর্মগত বিশেষীকরণ বৃদ্ধি—রাজনীতিক উন্নয়নের সাধারণ লক্ষণ বলে স্বীকৃত।

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। রাজনীতিক পরিবর্তন ও রাজনীতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য কী?

২। রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

৩। আধুনিকীকরণ ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ' ধারণাটি কী?

৫। রাজনীতিক উন্নয়ন বিষয়ে Almond-এর দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করুন।

৬। রাজনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে Lucian Pye-এর মতামত আলোচনা করুন।

৭। ভারতের রাজনীতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

১। G. A. Almond & G. B. Powell : Comparative Politics

২। Ali Ashraf & L. N. Sharma : Political Sociology

৩। J. C. Johari : Comparative Politics

৪। Samuel Huntington : Political Order in a Changing Society

৫। মৃণালকান্তি ঘোষদস্তিদার : রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞান